৪৬

তারিখ 15 SEP 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬০ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী তৎপরতার অভিযোগ

।। রেজানুর রহমান ।।

দেশের ৫টি প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ১৬০ জন ছাত্রকে নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ও সন্ত্রাসী তৎপরতায় জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দেশের প্রধান বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রহিয়াছে ২০ জন। অবশিষ্টদের মধ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ৫৭ জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৪ জন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ জন ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯ জন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অভিযুক্ত ২০ জন ছাত্রকে ইতিমধ্যে বহিষ্কার করিয়াছে। তালিকায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকারী ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের কর্তৃপক্ষ গতকাল (সোমবার) জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করিয়াছেন। গত ১০ই সেপ্টেম্বর কলেজে 'সন্ধানী'কে কেন্দ্র করিয়া ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনায় কলে-

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃদ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটির গৌরব ফিরাইয়া আনার আহ্বান

বাসস জানায়, ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম, এ, মান্নানের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের কয়েকজন সদস্য এবং প্রোক্টর গতকাল (সোমবার) প্রেসিডেন্টের

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 15 SEP 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

সন্ত্রাসী তৎপরতার অভিযোগ

(১ম পৃঃ পর)

জের একাডেমিক কাউন্সিল তদন্ত শেষে প্রথমে ১৭ জনের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও নোটিস জারি করে। গতকাল এ ব্যাপারে খোজ লইয়া দেখা গিয়াছে, ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ আনিয়া আরও ৪০ জন ছাত্রকে নোটিস দেওয়া হইয়াছে। এই ৪০ জনকে লিখিতভাবে জবাব দিতে বলা হইয়াছে। গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত প্রথম ১৭ জনের মধ্যে ৮ জন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কর্মী, অন্যরা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদভুক্ত বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের বলিয়া জানা গিয়াছে।

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৪ জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। ৩০শে আগষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গৃহীত এই সিদ্ধান্তমতে, এই শিক্ষার্থীরা তাহাদের অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী এক হইতে ৬ বৎসর পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কোন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না। অপরাধের মাত্রায় সর্বোচ্চ অবস্থানে রহিয়াছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। চলতি বৎসর মে হইতে জুলাই পর্যন্ত ক্যাম্পাসে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনা, অশালীন আচরণ ও নিয়ম-শৃংখলা ভঙ্গের দায়ে কর্তৃপক্ষ ২০ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও নোটিস জারি করিয়াছে। এই ছাত্রদের অনেকের বিরুদ্ধে অস্ত্র রাখা, কাহারও বিরুদ্ধে শিক্ষক বিশেষ করিয়া ভাইস চ্যান্সেলরকে অপমান করার অভিযোগ আনা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১২ জন আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আলাদাভাবে অভিযুক্ত হইয়াছে। অভিযুক্তদের একজন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক সানাউল হক নীরু ইতিমধ্যে গ্রেফতার হওয়ার পর একমাসের আটকাদেশ পাইয়াছে। কয়েক মাস আগে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ জন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হইয়াছে। ছাত্রদের অভিযোগ, ক্যাম্পাসে শহীদ মিনার নির্মাণের দায়ে তাহাদের এই শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। ইহার প্রতিবাদে ছাত্র ঐক্য পরিষদ, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উভয় অংশ, সংগ্রামী ছাত্রজোট কর্মসূচী অব্যাহত রাখিয়াছে। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ব্যাখ্যায় জানায়, ২০ জন ছাত্রের বহিষ্কারের সহিত ক্যাম্পাসে শহীদ মিনার নির্মাণের ঘটনা জড়িত নয়। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন, এবং ফেল করার কারণে ছাত্রদের বহিষ্কার করা হইয়াছে। এ ব্যাপারে ছাত্রদের বক্তব্য, পরীক্ষায় ফেল করিলে বহিষ্কারের নিয়ম কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকিতে পারে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ জন ছাত্রের তালিকায় ছাত্রদলের ১২ জনের মধ্যে নীরু, খবির, আলম, জসীম, ফারুক, মালেক মাহবুব, রতন, শহীদ, শফিক আলী এবং ইলিয়াসের নাম রহিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই তালিকায় ছাত্রলীগের (মু-না) যে ৪ জন কারণ দর্শাও নোটিস পাইয়াছেন তাহারা হইলেন, শিপন, আকরাম, মুরাদ ও মুকুর। তালিকায় বিলুপ্ত ছাত্র সমাজের দুইজন ইকবাল হোসেন রাজু ও গোলাম মর্তুজা রহিয়াছেন। অবশিষ্ট ২জন কাওসার ও মর্তুজা ছাত্রলীগ (সু-র) কর্মী বলিয়া একটি সূত্র জানাইলেও সংগঠন তাহা অস্বীকার করিয়াছে। আজ (মঙ্গলবার) বিকাল ৪টা পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তদের জবাব গ্রহণ করার পর যথাশীঘ্রসম্ভব সিণ্ডিকেটের সভায় এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লইবে। ১৭ হইতে ১৯শে আগষ্ট প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইদল ছাত্রের সন্ত্রাসমূলক ঘটনায় তদন্ত কমিটি ১৯ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও নোটিস জা… …ছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং ছাত্রলী… (সু-র) মধ্যে সংঘটিত এই ঘটনায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ফলে এক জন ছাত্র মারাত্মকভাবে আহত হয়।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের বিরুদ্ধে 'কারণ দর্শাও' নোটিসের এই ঘটনায় জড়িত ছাত্র সংগঠনসমূহের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাইতেছে। বিশেষ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে একটি ছাত্র সংগঠন জানায়, চাপাইয়া দেওয়া সিদ্ধান্ত মানিয়া নেওয়া হইবে না। অপর একটি সংগঠনের বক্তব্য- অপরাধের মাত্রানুযায়ী কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত মানিয়া নেওয়া হইবে। ঘটনায় জড়িত নয় এমন একটি ছাত্র সংগঠনের নেতা জানান, সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপ আপাততঃ সন্তোষজনক। তবে ইহা ধামাচাপা দেওয়ার যেকোন প্রচেষ্টা প্রতিহত করা হইবে।

ঢাকা ভার্সিটির গৌরব

(১ম পৃঃ পর)

সচিবালয়ে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে তাঁহারা প্রেসিডেন্ট এরশাদকে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখা এবং শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্র ও হানাহানিমুক্ত রাখার জন্য ভার্সিটি খোলার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থা অবহিত করেন। তাহারা প্রেসিডেন্টকে নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত না হওয়া পুরাতন পরীক্ষাগুলি গ্রহণ আগামী মার্চ মাসের মধ্যে শেষ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত পদক্ষেপের বিষয় প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেন। প্রেসিডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে শিক্ষার পীঠস্থান হিসাবে স্বীয় অবস্থান বজায় রাখা এবং প্রাচ্যের অক্সফোর্ডরূপে উহার পুরাতন গৌরব ফিরাইয়া আনার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। উপ-প্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক এম,এ মতিন এবং শিক্ষামন্ত্রী মাহবুবুর রহমানও সে সময় উপস্থিত ছিলেন।